14

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচীর অগ্রগতি পর্যালোচনা

বাসস ॥ গতকাল (মঙ্গলবার) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে তাহার সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের

(৭ম পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে

(১ম পৃঃ পর)

কাজে অগ্রগতি পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচীকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রনয়ণের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটি টাস্কফোর্স গঠনের জন্য বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহাছাড়া বৈঠকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচী সফল করার পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কেও বৈঠকে আলোচিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সেক্টরের অসুবিধাসমূহের মধ্যে অবকাঠামোগত অসুবিধা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব অন্যতম বলিয়া সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করার উদ্দেশ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয় প্রচার মাধ্যম ব্যবহার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচী সফল করার জন্য মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার সার্ভিস গ্রহণ করার বিষয় বৈঠকে আলোচিত হয়।

পরিকল্পনা মন্ত্রী জহিরউদ্দিন খান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান, মন্ত্রী পরিষদ সচিব আইয়ুবুর রহমান, প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য সচিব কে এম রাব্বানী পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এম মোকাম্মেল হক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব এম রকিব উদ্দিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সফল করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়। গত জানুয়ারী হইতে ৬৪টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী শুরু করা হইয়াছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শুরু করা গণশিক্ষা কর্মসূচী স্বৈরাচারী সরকার স্থগিত রাখে এবং বর্তমান সরকার উহা পুনরায় চালু করে। ৩৮টি জেলার ৪৩টি থানায় বর্তমানে এই কর্মসূচী চালু রহিয়াছে।